কহ্লার

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য বার আনা।

কলিকাতা
১৬।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

একটীমাত্র কথা

শিক্ষার দোষেই হউক বা কবিতা-রস-মাধুর্য্য অনুভব করি সামর্থ্যের অভাবেই হউক, আজকালকার অনেক নবীন লেখা কবিতা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; ইহার জন্য আ অনুযোগও আমাকে সর্ব্বদা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু, আমা কথা এই যে, আমি এই 'কহ্লারে'র কবিতাগুলি বু পারিয়াছি এবং এই কবি-হৃদয়ের নিভৃতে যে ভাবের প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সন্ধান পাইয়াছি। ইহাই অ বিনীত মন্তব্য।

কলিকাতা
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

শ্রীজলধর সে

এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি এবার একত্রে সন্নিবেশিত হইল। কবিতাগুলি আমার প্রথম যৌবনের লেখা।

প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুযোগ্য চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ মহাশয়ের নিপুণ তুলিকার চপল-লীলা। তিনি তাঁহার শত কাযের মধ্যেও বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার বন্ধুপ্রীতি তথা সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক।

উকীলপাড়া, বহরমপুর,
শ্রীশ্রীপুনর্যাত্রা, আষাঢ়, ১৩৩৪

বিনীত
গ্রন্থকার

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর

শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে-



গ্রন্থকার প্রণীত

শিশুদের প্রাণ-মন ভুলান দুইখানি বই

ক্ষীরের নাড়ু

ক্ষীর-সমুদ্দুর



সূচিপত্র

কহ্লার



ধোয়ী

'কোথা গেলে বাণি ?— কোথা বীণাপাণি !—
কোথা গেলে অয়ি, অয়ি !'
এই ক'টি কথা বলে, আর চলে
পল্লীর পথে ধোয়ী।
সিক্ত তাহার দেহের বসন,
ভিজে তা'র চুলগুলি,
আকুলি-বিকুলি আঁখি-তারা দু'টি
যায় পথ ভুলি' ভুলি' !
দেবীর আদেশে ডুব দিতে সে যে
নেমেছিল নদী-নীরে,
দু' বাহু মেলিয়া তুলে নিতে তা'র
করুণার দান শিরে !
সেই ফাঁকে তা'রে ফাঁকি দিয়ে কোথা
চলে' গেছে তা'র দেবী,
ভাবিছে সে—শেষে এই হ'ল তা'র
রাতুল চরণ সেবি' !



কোথা যাবে দেবী !— মেঘের আড়ালে
এখনো যে যায় চিনা ;—
আকাশে বাতাসে অনিলে সলিলে
ওই বাজে তা'র বীণা !

স্তনের উপরে মুকুতার মালা
নাচায়ে ভারতী যায়,
ছড়ায়ে আশিস্- পীযূষ-কণিকা
দু'টি রাঙা পায়-পায় !—

জুড়ি' যুগ পাণি নমে ধোয়ী তায়
নোয়ায়ে লুটায়ে শির,
মুখে চোখে তা'র কথা কাড়াকাড়ি,
ভাষার নাহিক থির !

সেই চোখ দু'টি সেই মনখানি
থুয়ে সে এসেছে জলে,
নূতন চিত্ত মধুর বিত্ত
পেয়েছে দেবীর ছলে !

আঁকা-বাঁকা পথে চলে' যায় ধোয়ী
গুন্ গুন্ গান গাহি',
অফুরান কথা পেয়েছে সে—তা'র
ফুরাবার নাম নাহি।

আপনার মুখে কহিছে সে কথা,
শুনিছে আপন কাণে,
কি বলে আপনি ভাবিছে আপনি,
কি বলে সে নাহি জানে!

মধুর মধুর, নিয়ত মধুর,
মধুর যতই দেখে,
সকলি তাহার লাগিছে মধুর,
সকলি মধুর ঠেকে!

টুপ্ টুপ্ ক'রে পড়িতেছে ঝরে'
বসনের জল-ফোঁটা,
সে ভাবিছে, খাসা শাদা নিরমল
উজল মুকুতা ওটা।

সেই মুকুতার রাশি থুয়ে যায়
নধর দূর্ব্বাদলে,
যেন সেইগুলি রূপালি আখরে
পিছে তা'র ঝলমলে!

যত দূরে যায় সে আখরগুলি
তত হ'য়ে আসে ফিকে,
তরল তা'দের ছাঁদের হাশুলী
বেড়ে সারা মনটিকে!

চরণের তলে পড়িয়া রয়েছে
ধূলা-মাটি ইহা নয়,
সে দেখিছে, তাহা জলে ভাসা ধরা-
কমলের রেণুচয়।

সাগর-সলিল হইতে কবে এ
ধরণী উঠেছে ফুটি,'
কোন্ দিন থেকে পরিমল এর
প্রাণীরা নিতেছে লুটি' !

ভাবে তন্ময়— সেই ধূলি-কণা
লইতেছে ধোয়ী মাথে ;—
কে বলিতে পারে, ছিল কি না ছিল
তীর্থ সেখানটাতে !

কা'র পদরজ জড় ছিল সেথা
এত দিন তা'র তরে,
কে আশিস্‌টুকু সেথা গেছে রেখে
তা'র লাগি' সমাদরে !

*

বন-কুসুমের আকুল গন্ধ
ভেসে আসে সমীরণে,
কানন-রাণীর বেণীর সুরভি—
এই ভাবে ধোয়ী মনে।

প্রভাতে ফুলের বিনানী করিয়া
বেঁধেছিল রাণী চুল,
দুপরে বেণীটি খসিয়া ঢসিয়া
শিথিল হইল ফুল।

সমীরণ যেন মদন-দোসর,
জ্বালা দেয় শত পাকে,
চূত-সৌরভে আকুল করিছে
বনানীর প্রাণটাকে,

দুইটি হিয়ায় পিপাসা বাড়ায়,
লতাটি লতায় ঠেলে,
কুসুম দুলায়ে পাগল ভ্রমরে
পীরিতির ফাঁদে ফেলে!

ঝলিতেছে ওই বলাকার শ্রেণী
শ্যাম জলদের কাছে,
ভাবিতেছে ধোয়ী— মোতিম মুকুট
প্রকৃতি সে পরিয়াছে।

কোন্ দেশ হ'তে আসে বকগুলি,
কোন্ দেশে তা'রা যায়!
ঘূরে' ঘূরে' আর উড়ে' উড়ে' তা'রা
কি খবর জানি পায়!

মনটি তাহারা বেঁধে' নিয়ে যায়
কোথায় দূরান্তরে,
ধবল পাথার শুভ্র স্বপনে
নয়ন দুইটি ভরে।

মেঘ ক'রে আসে আকাশ জুড়িয়া,—
ধোয়ী ভাবিতেছে মনে,
ভুজযুগ মেলি' কে যেন আসিছে
বাঁধিতে আলিঙ্গনে !

রৌদ্রের হাসি মুখে লেগে তা'র,
চোখে কয় ফোঁটা জল,
কোন্ দেবতার এতখানি মায়া,
এমনি মধুর ছল !

ধরণীর বুকে মিশেছে আকাশ,
আর নাহি দিঠি চলে,
ডুবে গেছে কোথা দেখা ও অদেখা
ঝাপ্‌সা আঁখির তলে !

চোখের সাম্‌নে যে টুকু রয়েছে
এ জনম সেই টুক্,
বিগত জনম রহিল পিছনে
ধোঁয়ায় লুকায়ে মুখ।

জনমান্তর সম্মুখ হ'তে
ডাকিছে পথিকে, 'আয়' !
ভাবিতেছে ধোয়ী, কে লইয়া যাবে
রহস্য-সীমানায় !

এমনি করিয়া পথ চলে ধোয়ী
এক দিন এক রাতি ;
একা নয় আর, নিখিল ভুবন
পেয়েছে সে তা'র সাথী।

আসিল যখন কুটীরে আপন
তখন প্রভাত বেলা ;
ছেলে মেয়ে তা'র ধূলা-মাটি মেখে
করে আঙিনায় খেলা।

কোলে নিল মেয়ে চুমা খেয়ে ধোয়ী,
কাঁদিয়া উঠিল মেয়ে,
শিশির-সিক্ত কমল যেন সে
দেখে ধোয়ী চেয়ে চেয়ে !

ছেলেটি তাহার বায়না ধরিল
'দাও, দাও, দাও' ব'লে,
আদর করিয়া ধোয়ী নিল তায়
তুলিয়া অপর কোলে।

দরিদ্রতার বোঝা দু'টি তা'র
আজিকে মাথার মণি,
সব খানে আজ দেখিতেছে ধোয়ী
হীরা মাণিকের খনি !

গৃহিণীর মৃদু ভৎর্সনা তা'র
বড়ই মধুর লাগে,
নথের নাচনি বড় সুন্দর
অধরের পুরোভাগে !

প্রিয়-কণ্ঠের রূঢ় ঝঙ্কার
গূঢ় কথা পরকাশে !
কটু কথা শুনে' প্রিয়াসনে ধোয়ী
সুললিত সম্ভাষে।

ছেলে-মেয়েদের ক্রন্দন-রোল
এ কি বোল আজ বলে !
কিসের যেন গো মধুর নিঝর
ছলছলে কলকলে !

দৈন্যের কথা আজিকে তাহার
শুনাইছে বড় মিঠা,
নয়ন দু'টিতে ছিটায়ে কে দিল
এমন মদির-ছিটা !

সুন্দর ধরা ঢাকা ছিল কোন্
কুহেলির আবরণে—
অবাক্ হইয়া দেখিতেছে ধোয়ী
এক ধ্যানে এক মনে।

জ্যোৎস্না-সুন্দরী

আজকে রাতে আঙ্গিনাতে লুটিয়ে বুঝি ওই প'ল
সাঁচ্চা জরীর কাজটি করা শাড়ীর তব অঞ্চল !—
বৃক্ষ-শির-বদ্ধ বেণী জোনাক্-হীরা ফুল-ঘেরা,
নীল ললাটে মুক্তা চুনী—তারার মালা সব-সেরা,
তপ্ত সোণা বর্ণ তব, দীপ্ত চাঁদের মুখখানি,—
কোকিল-মধু-কণ্ঠ হ'তে গোপন থাকি কও বাণী।
কুমুদ ফুটে' লুটিয়ে পড়ে পরশ-লোভে পা'র 'পরে,
গাছের ছায়ায় আসন রচি' দাঁড়িয়ে থাক কা'র তরে !
'সাতটি ভ্রাতা'—সাত নহরে ঝাঁপ্টা তব মস্তকে,
সীঁথেয় জ্বলে চাঁদের দেওয়া ফাগের গুঁড়া ঝক্‌ঝকে।
ঝিঁঝিঁর সুরে ঝাঁঝর বাজে তোমার পায়ে ঝিন্‌ঝিনা,
বাতাস-কাঁপা পাতার তালে বাজাও বুঝি ওই বীণা।
নৃত্যবতী চপল নদী পড়্‌ছ ফাটি' যৌবনে,—
হাসির ঝরা ঝর্‌ছে তোমার পাগল-করা ফুলবনে।
মুগ্ধ কর লুব্ধ মন মদির-আঁখি-দৃক্‌পাতে,—
সুখের কারা বাঁধন-হারা রূপের ভারা আজ রাতে !
পালক হ'তে আলোক ঢেলে ধরায় এলে কোন্ পরী ?-
মিটাও তৃষা রূপের নেশা লো জ্যোৎসনা-সুন্দরি !

শরৎ-ক্ষেত্রে

শরতের ক্ষেত ভাঙিয়া এল গো
সোণার বরণ ধান,
দিকে দিকে শুধু মধু কলরব,
শুধু হাসি, শুধু গান।
সারা মাঠে ছুটোছুটি—
ছোট বীজগুলি— ছোট আশাটুকু
ফলেতে উঠেছে ফুটি'।
তারি লোভে কত ছোট বড় পাখী
উড়ে আসে সার দিয়া,
বায়ু-হিল্লোলে ধানের শীর্ষ
দোলে কত প্রীতি নিয়া!—
কে রে তোরা আজ পরবাসী হ'য়ে
ফিরিস্ পরের দ্বারে!
বঙ্গমাতার ক্ষেত-ভরা ধান
একবার দেখে যা রে!

শরৎ-লক্ষ্মীরাণী
সাধনায় ধরা দিয়াছে চাষার
আলো ক'রে মাঠখানি।
শাদা শরতের জল-ভরা মেঘ
ভ্রুকুটি নাহিক জানে,
প্রজার মাথায় রাজ-শাসনের
বজ্র নাহি ত হানে।

সে যে আসে নামি' নব কল্যাণে
সজল নয়নে চেয়ে,
তপন-তপ্ত ক্ষেতগুলি তা'র
করুণায় উঠে নেয়ে।

কৃষকের কাণে কাণে
স্নিগ্ধ পবন কি কয় বারতা ?—
কি জানি কি কথা জানে !
সে ত নহে কোন ধনীর পেয়াদা,
হুঙ্কার নাহি ছাড়ে,
রাঙা চোখ দু'টি রাঙায়ে আসে না
গরীব প্রজার দ্বারে,
ধানের গাছের নত শীর্ষগুলি
পরশ করিয়া ধীরে
অধরে অধরে চুম্বন মাগি'
নৃত্য করিয়া ফিরে।

রোদটুকু মৃদু হাসে;
রুদ্র সে নয়— বলীর বাহু কি
মিছে তেজ পরকাশে ?
পাতায় পাতায় স্বর্ণ ছড়ায়ে
শরতের সারা বেলা,
গভীর সোহাগ দাগিয়া আঁকিয়া
মাতিয়া করে সে খেলা।

রোদ, জল আর শীতল পবন
দেখায় ধানের মুখ,
ভরা ক্ষেত দেখে' গরীব চাষার
ভ'রে উঠে গোটা বুক।
কে রে তোরা আজ পরবাসী হ'য়ে
ফিরিস্ পরের দ্বারে—
বঙ্গমাতার মায়ার পরশ
একবার নিয়ে যা রে !

বধূর অবগুণ্ঠন

বধূর মুখের অবগুণ্ঠন,
কুণ্ঠার শিরোমণি,
রে অস্ফুটন্ত লজ্জার কুঁড়ি,
সুন্দর তোরে গণি।
গোপন কথাটি কা'র যেন তুই,
জড়সড় হ'য়ে আছিস্ নিতুই ;
জরীর সীমায় রেখেছিস্ ঢাকি'
কোন্ রহস্য-খনি !
বধূর মুখের গুণ্ঠন ওগো,
কুণ্ঠার শিরোমণি !

অন্তরে তোর রূপের কৌটা—
কুহকের জাল বোনা ;
চোখের পাতার কজ্জল-মাখা
লজ্জার আনাগোনা।
যুক্ত ঠোঁটের দু'টি কিনারায়
মনের ঢেউটি চকিতে মিলায়,
গণ্ড দু'টিতে উঁকি যেন দেয়
ঊষার ভানুর কোণা।
অন্তরে তোর রূপের কৌটা—
কুহকের জাল বোনা।

নূতন বধূর পরাণের সখী,
তুই তা'র সহচরী ;
আঁখি-জলটুকু আবরণে তোর
রাখিস্ আড়াল করি'
মায়ের মতন ছোট ত্রুটিগুলি
বুক দিয়ে তুই থাকিস্ আগুলি' ;
আঁধার নিঙাড়ি' পলে পলে দিস্
সান্ত্বনাটুকু গড়ি'।
নূতন বধূর পরাণের সখী
তুই তা'র সহচরী।

কৌতূহলের ভরাভরী তুই,
গোধূলির ঝিলিমিলি,
চাউনিতে কিছু হিয়াখানি তোর
ধরা নাহি তুই দিলি !
তোর আড়ে ওই বধূটির মুখ
ঢাকা র'ল যেন চির কৌতুক ;
গোপনে গোপনে শত গুণে তা'র
সৌরভ বাড়াইলি।
কৌতূহলের ভরাভরী তুই,
গোধূলির ঝিলিমিলি।

কহ্লার

রে অফুটন্ত লজ্জার কুঁড়ি,
সুন্দর তুই—তুই !
সরমের হেন মাধুর্য্যটুকু
এক ছাড়া নেই তুই !
সতী-হৃদয়ের কম উচ্ছ্বাস,
কোথা যাবি তুই ? কোথা তোর বাস ?
বধূর মধুর আঁখি দু'টি 'পরে
আয়—আয়, তোরে থুই।
রে অফুটন্ত লজ্জার কুঁড়ি,
সুন্দর বড় তুই !

বর্ষ-শেষে

নিদাঘে কাতর আবাহনে, ওগো, পাই নি তোমার সাড়া,—
নূপুর তোমার গাছের পাতায় আছিল রণন-হারা।
তপ্ত নিশাসে ভেঙে গেছ চলে' ধরণীর পঞ্জর,
বিরহে তোমার ভূষাহীন কত নদী, ক্ষেত, প্রান্তর।
ফিরিনু শুধুই নিষ্ফলতার ঘর্ম্ম-বিন্দু ল'য়ে,
কোথায় আপনা গোপন করিলে, গেলে না কথাটি ক'য়ে!

ডেকেছি তোমারে কাতর হৃদয়ে বরষার দু'টি মাস,
কহ নাই কথা, ঝাপ্‌টা বাতাসে ফেলেছ দীর্ঘশ্বাস।
প্রাণের বেদন ঢেলেছ তোমার বাদলের ঝর্ঝরে,
দেয়া-ডাকে বুঝি জানায়েছ মোরে কত ব্যথা অন্তরে।
আমার কথার উত্তরে তুমি তিমিরে ঢেকেছ মুখ ;
দহিয়াছি একা নিয়ে শুধু মোর জীবনের ভুল-চুক্!

কহ্লার

শরতে না-কি সে সরিতে হরিতে ছিলে ধরাতল ব্যাপি',
পাই নাই তোমা ক্ষুদ্র আঁখির খণ্ড মাপেতে মাপি' !
বিশ্বের প্রতি অণুতে হাস্য ফুটেছিল বটে ঠিক্,
তোমারি রূপের মাধুরী সে বুঝি ভরে' ছিল দশ দিক্ !
কণ্ঠ তবুও পাই নি শুনিতে, ডাকিয়া হ'য়েছি সারা,
ভাঙি' শত থানে আপনারে মিছা ক'রেছি ছন্নছাড়া !

হেমন্তে কোথা ছিলে লুকাইয়া, পথপানে ছিনু চাহি',
ক্ষিপ্র সাঁঝারে ডুবে' গেছে পাখী, শিঞ্জিনী শুনি নাহি।
কুয়াসার ছলে জমে' ছিল গাছে সে কি তব দুখরাশি ?
গণ্ড কি তব করেছিল ম্লান মেঘের খণ্ড আসি' ?
হেরেছি শিশিরে অশ্রু-বিন্দু নিশায় পড়েছে ঝরে',
বিন্দু শুকায়ে প্রভাত-তপনে আশায় ফিরাল মোরে !

বিরহ তোমার সহেছি শিশিরে, পাই নাই কিছু ছোঁয়া,
চেতনে তোমার ঢেকে কি রাখিল তুষার, তুহিন, ধোঁয়া !
তরু-শির হ'তে ঝরে' গেল পাতা তোমায় শ্রীহীনা করি',
বায়ুসনে তা'র মরণের ব্যথা মিলাইল মর্ম্মরি' ;
কি যেন কুহকে সকল ভুবন ক'রে গেল একাকার,—
স্তব্ধ দাঁড়ায়ে ঢেলেছি শুধুই আঁখির বেদনা-ভার।

কহ্লার

বসন্তে, অয়ি, বনের আড়ালে কি কথা কুড়ায়ে পেলে ?
দখিণ বাতাসে সোহাগ জানায়ে এত দিন পরে এলে ?
বিশ্বের বুঝি পাণ্ডু অধরে হাস্য দিয়াছ বাঁটি',
কোমল করের আঙুল বুলায়ে পরশ' আকাশ, মাটি।
নূতন মুকুলে ঢাকিবে কি প্রিয়ে, পুরাণ ক্ষতের দাগ ?
নিখিল, মধুর—নিয়ে এলে যাহা বিরহের অনুরাগ !

কবি

আকাশ তা'রে ডাক দিয়েছে,
বাতাস কথা কহে,
কুসুমগুলি কবির পানে
নয়ন মেলি' রহে !
গড়ায় ভানুর ললাট হ'তে
রূপের বসুধারা,—
চল্‌ছে ছুটে' কোথায় কবি
বন্ধ-বাধা-হারা !
মনটি তাহার উড়ো-উড়ো,
বীণাটি তা'র হাতে ;
রূপের নেশায় কবির সারা
পরাণ যেন মাতে।

পিটুলি ফুল—সবুজ ফোঁটা—
নিটোল বারি-ধার
ঝুর্‌ঝুরিয়ে পড়্‌ছে ঝরে'
যাওয়ার পথে তা'র।

মখমলেরই গাল্‌চেখানা
কে রেখেছে পেতে,
দীর্ঘশ্বাসে তুলিয়ে অলক
বনের পথে যেতে!
কোত্থেকে সে কে এল গো,—
কোথায় গেল চলে’?—
ভাব্‌ছে কবি, এই কথাটি
কে দেবে তায় বলে’!

পায়ের তলে তুঁতে রঙের
হাজার ছোট ফুল
ঘাসের বনে চটক লাগায়,
তা’দের নাহি তুল!
বুঝি বা কোন্ বনের দেবী
ফোঁড়টি গুণে’ গুণে’
নিপুণ-করে মায়া-জালের
ফাঁস রেখেছে বুনে’!
বুননী তা’র বনের ভিতর
কোথায় বল নেই?—
খুঁজ্‌ছে কবি—পায় সে যদি
একটা কিছু খেই!

ছাতারেরা পুকুর-পাড়ে
পাকুড়-তরু-তলে
সুখের জুটি অনেক ক'টি
নাচ্ছে দলে দলে ;
পায়ে তা'দের শুক্‌নো পাতা
উঠ্‌ছে নেচে' নেচে',
জীয়ন-কাঠির পরশ পেয়ে
মন্ত্রে যেন বেঁচে' !
নখের আঁচড় কেটে তা'রা
সেই কাহিনী লেখে,
কবির প্রাণে চমক দিয়ে
পলায় একে একে !

আতার গাছে ফুল ফুটেছে,
কর্‌ছে আলো বন,
সোণার মত ফুলগুলি যে—
সোণার আভরণ !
ফুলের মুখে মুখটি দিয়ে
বুল্‌বুলিটি বসে'
রাঙা কোষের মর্ম্মকথা
শুন্‌ছে যেন ও' সে !

সেই কথাটি শুনে' তাহার
মুখটি হ'ল লাল,—
ভাব্‌লে কবি কি-যেন-কি
দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল !

একটি হোথা পোড়ো ভিটে,
জমেছে তায় জল,—
বেদন-ভরা করুণ আঁখি
কর্‌ছে ছলছল্ !
গল্‌ল তাহার নয়ন-নীরে
আ-গাছাদের প্রাণ ;
বাড়িয়ে তা'রা নধর বাহু
জড়ায় ভিটে-খান !
অকেজো নয় আ-গাছারা,
তা'দের আছে মায়া ;
কবির মুখে পড়্‌ল এসে
দুখের কাল ছায়া ।

তিন বছরের নগ্ন শিশু
নদীর বালুচরে
কাঁদ্‌ছে বসে' ; জননী তা'র
কলস জলে ভরে ।

যেম্‌নি পেল মায়ের আঁচল
উঠ্‌ল হেসে ছেলে ;
কান্নাটুকু হাসি হ'য়ে
শিশুর চোখে খেলে !
কান্না-হাসি কথার কথা,
কিছুই তা'রা নয়—
চপল মনের খেয়াল দু'টি
বাড়িয়ে কথা কয়।

আকাশ তা'রে ডাক দিয়েছে,
বাতাস কথা কহে,
কুসুমগুলি কবির পানে
নয়ন মেলি' রহে !
কোন্ মোহিনী ভুলিয়ে নিল
তাহার উড়ো মন,
গভীর প্রেমে জড়িয়ে আসে
কবির দু' নয়ন !
উঠ্‌ল বেজে বীণার তারে
মন-ভুলান সুর,—
সিক্ত কবির চোখের পাতা,
চিত্ত পরিপূর !

চাষার বিরহ

আজিকে প্রথম ফুটেছে ঝিঙের ফুল,
বৃষ্টির জলে বেঁধেছে ডাঁটার ঝাড়,
আঁব গাছে বাসা বাঁধিয়াছে বুলবুল্,
বেগুন গাছের হয়েছে কেমন বাড়,—
তোর তরে আজ প্রাণ করে হাহাকার !

বেড়ার গায়ে যে ধরেছে উচ্ছে-জালি,
মাচার উপরে ঝাঁপিয়ে উঠিছে পুঁই,
শসা গাছগুলো লতিয়ে উঠিছে খালি,
সবুজ বরণে হাসিছে এবার ভূঁই,—
আমি হেথা, আর কোথা তুই—কোথা তুই !

কহ্লার

মর্ত্তমানের পড়েছে মস্ত কাঁদি,
কাণায় কাণায় ছাপিয়ে উঠিছে কূয়ো,
ডোবায় এবার লেগেছে মাছের গাঁদি,
গাছে এ বছর ফলেছে অনেক গুয়ো,—
তুই বিনে মোর সকলি লাগিছে ভূয়ো !

নূতন খড়ে যে ছেয়েছি ঘরের চাল,
গরুর গাড়ীর বেঁধেছি নূতন ছই,
নূতন বছরে কিনেছি নূতন হাল,
আলের জলেতে পেয়েছি পাঁচটা কই,—
তোর তরে আজ কেঁদে কেঁদে সারা হই !

লেবুর ফুলের গন্ধ করিছে ম'ম',
উঠানে ফুটেছে দোপাটী, কৃষ্ণকলি ;
কলাবতী ফুল টুক্‌টুকে তোর সম
আলো ক'রে আছে ডোবার ধারের গলি,-
আমি খুন হই, কোথা আজ তুই র'লি !

ধবলি গাইএর হ'য়েছে বাছুর খাসা,
মঙ্গলা আজো দুধ দেয় কেঁড়ে কেঁড়ে,
কষুরি পেয়ারা হইয়াছে ডাঁশা ডাঁশা,
সারাদিন পুষি তোর পথ চেয়ে ফেরে,—
সব আছে তবু বাঁচি না ক তোমা ছেড়ে !

পথের গান

কাজল আঁখির রূপালি-সূতায়
বুনে' বুনে' পথখানি,
নীলাম্বরীর আঁচল ভিজায়ে
ফিরে' গেছে অভিমানী !
বিজুরির জরী-ফিতেটি সে তা'র
ফেলে গেছে চুল খুলে',
শরৎ-মেঘের শাদা কল্কায়
কে তায় বুনিয়া খুলে !
আল্‌তার টোপ্—ঘাস-ফুলে ছোপ্
পড়েছে চরণ থেকে,
এইখান দিয়ে চলে' সে গিয়েছে
এইখান দিয়ে বেঁকে' !

দুলায়ে দিলে কে হাসির দোলায়
কাশের ও' দুধে হাসি !
কনক ধান্যে সোণার শোলোক
রচনা করিছে চাষী।

ঝুম্‌কা জবার বেলোয়ারি ঝাড়—
স্নিগ্ধ আলোর ঝারা
গন্ধ তৈলে বনের মিছিলে
ঝুলায়ে রেখেছে কা'রা ?
আলোক-লতার দেখন-হাসি সে
বুক জুড়ে' আছে বসি',—
দুই চোখ ঢেকে আঁচলে—এদিকে
গিয়েছে কি ক্রন্দসী !

সাথীহারা কোন্ পাথীর করুণ
ক্রন্দনে বন-থল
সমবেদনায় সাড়া দিয়ে দিয়ে
কেঁদে মরে অবিরল !
নিথর পাতার শিয়রে ঘুমায়
নিশ্চল ছায়াথানি—
ঘুমের স্বপনে বন-কৌতুক
সকলি ফেলিছে জানি' !
ললাট ঘামিয়া চন্দন চুয়া
পড়েছে কচুর পাতে,—
এই পথ ঘুরে' চলে সে গিয়েছে
দারুণ রোদের তাতে !

কহ্লার

শ্যাম সরোবরে সন্ধ্যা-মেঘের
রাঙা ছায়াটুকু পড়ে,—
নিবিড় সোহাগ ক্ষণ যৌবন
আঁকড়ি' আঁকড়ি' ধরে !

তরু-বীথিকার ফাঁকে দেখা যায়
টুক্‌রো আকাশখানি,—
জীবনের ছোট প্রহরের শুধু
এইটুকু জানাজানি !

অংশুমালীর মুকুটের সোণা
ঠিকরি' পড়িছে হোথা ;—
না জানি সে কোন্ রহস্য-দ্বার
খুলিতে গিয়েছে কোথা !

ঝিল্লীর গানে—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছে পাখী,
নীলিমার মায়া-মন্তর তা'র
জড়িয়ে ধরেছে আঁখি !

বনের মাথায় পাতায় পাতায়
ঝলসি' উঠিছে কি রে ?-
ছড়িয়ে গেছে কি তা'রি কণ্ঠের
সোণার কণ্ঠী ছিঁড়ে' !

ফালি চন্দ্রের থালি বুকখানি,
তিমিরে হারায় দিক !
এরি মাঝ দিয়ে চুপে চুপে সে গো
চলে' গেছে ঠিক্—ঠিক্ !

সোসর হারায়ে দোসর করেছি
আজিকে পথেরে তাই,
এত কি পথের রহস্য ওগো,—
অন্ত কি এর নাই।
নিঝুম রাতির উদাসী আঁখির
সীমাহীন দিঠি 'পরে
অধরের হাসি অশ্রু মিশিয়া
এ কি কৌতুক করে!
কই আমি ! কই ঘন-কুন্তলা !—
পথ কই—পথ কই !
চিত্ত-মরমে নিত্য ছড়ায়
গানের সুরটি ওই !

পৌষের অবেলায়

পৌষের হাওয়া দেয়, গা' করে শির্ শির্ !
কোন্ তূণ খালি ক'রে কোন্ জন ছুড়ে তীর !
দেখা যায় ফাঁকে ওই নারিকেল পত্রের—
রূপসীর লাজভরা চাউনিটি নেত্রের !
নীলিমার নীল চোখে গাঢ় হয় নীল রঙ্,
অন্তরে বুলে' যায় আকাশের—রঙ্ চঙ্।
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,
বাঁধা হ'ল চুল তোর কদ্দূর—কদ্দূর ?

নলি বেয়ে খেজুরের রস পড়ে টুপ্ টুপ্—
অধরের সীধুটুক্ ঝরে' যায় চুপ্ চুপ্ !
কাঁঠালের কচি মুচি কাঁচা সোণা চুক্ চুক্—
আধ রোদ, আধ ছায় দেয়ালার দুখ-সুখ !

চরা সায় চড়ায়ের, ঘর কোণে উড়ে' যায়,
চোখ-চোখ চায়, আর প্রেম-শ্লোক আওড়ায়!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,
বাঁধা হ'ল চুল তোর কদ্দূর—কদ্দূর?

খিলি খেয়ে হাসে যেন খিল্ খিল্ বক ফুল—
তরুণীর রক্তিম কর্ণের ওই তুল!
বোঝা ভার কাঁচা কি বা পাকা ওই কৎবেল-
লাজশীলা বধূটির যেন রীত-আক্কেল!
সজনের ফুল-থোক্—বুকভরা মৌ ও'র,
শেষ করে মৌমাছি মন-পাওয়া মন্তর!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,
বাঁধা হ'ল চুল তোর কদ্দূর—কদ্দূর?

নট্‌কনা চট্‌কনা ভেঙে দেয় দু' চোখের—
পিয়ে যায় প্রেয়সীর রূপ-রস ওষ্ঠের!
সাত গুছি রুচি তোর,—খুঁটিনাটি কর্ সায়,
বেঁধেছিস্ মন মোর বিউনীর ফাঁস্‌টায়!

কহ্লার

উড়ে' যায় পাখী ওই এক সার—দুই সার,
থাক্-ভাঙা বক যায়, সাধ নেই গুণ্‌বার !
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,
বাঁধা হ'ল চুল তোর কদ্দূর—কদ্দূর ?

সরযূজোর

নির্ব্বাসনে কাঁদ্‌ছে কে গো ?—
যক্ষেরি কোন্‌ কন্যা এ গো !
জলের ধারা কোন্‌ রূপসীর চোখে ?
শুকায় না ক আঁখির পাতা,
তরুণ প্রাণে এমন ব্যথা
কোন্‌ প্রাণে রে কে দিলে গো ওকে !

বালির পাঁজর ঠুন্‌কো হিয়া
কে ভাঙিল আঘাত দিয়া ?-
কে দেখালি হৃদয় খুলে' ও'রি !
বেদনভরা অশ্রুময়ি,
কা'র বিরহে কাতর অয়ি,
নয়ন-জলের কে তুই ভরাভরী !

বুকের নীচে পাথর ঠেকে,
তবু আশার স্বপন দেখে.
পাথর ঠেলে' উধাও চলে মেয়ে ;
উপল-ঘায়ে রোদনভরে
বিরহেরি টনক্ নড়ে,
জাগায় ব্যথা স্মৃতির অলপ্পেয়ে !

মনের কথা যাচ্ছে শোনা,
বুকের উপল যাচ্ছে গোনা,–
মুখের ছায়া আঁখির দরপণে ;
এমন সরল কমলটিরে
কে ভাসালে নয়ন-নীরে ?—
হায়, প্রণয়ীর দরদ নাহি মনে !

শব্দ নাহি, নাইক সাড়া,
একটি শুধু চোখের ধারা
দিন যামিনী এমনি ক'রে ঝরে ;
একটি শুধু গানের লীলা—
একটি ব্যথা অন্তঃশিলা
আবেগভরে উছ্‌লে খালি পড়ে !

মৌনতারই নিঝুম সুরে
একটি কথা বেড়ায় ঘুরে',—
উপত্যকায় তাকায় মিছে আশা ;
দিন দুপুরের জলুস আলো
অন্ধকারে মুখ ফিরাল,
গুম্‌রে মরে অবুঝ ভালবাসা !

টুন্‌টুনিরা ঘুটিঙ্'পরে
রাখ্‌তে বৃথা চেষ্টা করে
ক্ষুদ্র নখের ক্ষুদ্র স্নেহ-কণা !
জলকে এসে ফির্‌ল নারী,
চল্‌কে উঠে কাঁখের ঝারি,
মিলায় পায়ে মায়ার আলিপনা !

ছড়ের জলে এলায় আসি'
রবির আলো চাঁদের হাসি,—
সজল করে শুধুই আঁখি-পাতা ;
সুখের কথা—কান্নাভরা,
সান্ত্বনা তা'র—অশ্রু-ছড়া,
পরাণি যা'র ব্যথার রেশে গাঁথা !

একটুকু ও' কলকলানি,
একটুখানি ধড়ফড়ানি,
শিলায় শিলায় একটু লুটোপুটি ;—
সুখ-পেয়ালার শেষ তলানি,
তোরেই আমি মিষ্টি মানি,
তোরই তরে এ' মোর

গড়িয়ে গেছে কোথায় জানি
এই পরাণের আধেকখানি—
ওই নয়নের আগ্ ফোঁটাতে তোর !
পিছ ফোঁটাতে পিছিয়ে পড়ে'
কোথায় যেন কাঁদ্‌ছে ওরে,
আধেক হিয়া—লো সরযূজোর !

স্নেহের আকর্ষণ

তপোবন ছাড়ি' যাইতে আমার চরণ উঠিছে কই ?
সকল স্নেহের মোহটি ভাঙিয়া কেমনে সুদূরে রই !
উতলা পরাণ যদিও আমার আর্য্যপুত্র লাগি',
তপোবনে আজি এ' দশা নিরখি' কেমনে বিদায় মাগি ?—
ভাবী বিরহের শায়ক-বিদ্ধ ক্ষুণ্ণ বন্য পাখী,
বন-জ্যোৎসনা কোথা সে-সোহাগ মুকুলে রেখেছে ঢাকি' !
অথির হরিণ থির ম্রিয়মাণ, স্তব্ধ—মত্ত খেলা,
মুখের নীবার মুখ হ'তে পড়ে, আহারে এতেক হেলা !
মুকুলের স্বাদ বুঝি বিস্বাদ লেগেছে পিকের কাছে,
ময়ূর ময়ূরী নাচ গান ছাড়ি' অভিমানে নাহি বাঁচে।
মধুপের দলে কোথা সে তিয়াস, কোথা সে আকুল গান !
তপোবন-তরু-বিষাদ হেরিয়া কাঁদিয়া উঠে যে প্রাণ।
কুটীরপ্রান্তে সাধের হরিণী আকুল চাহনে চাহি'
নিরখে বদন, পূর্ণ-গর্ভা,—পলকে নিমেষ নাহি।

কত দিন তা'রে করেছি যতন কিসে অবসাদ ঘুচে,
তুষেছি কত না শষ্প পাতায় যখন যা' মুখে রুচে।
নাহি দেরী আর প্রসবের তা'র, নধর শাবক হ'বে,
না হেরি' তাহারে কি জানি প্রবাসে কেমন পরাণ র'বে।
অঞ্চল টানি' গমনের পথে কাঁটা দেয় মরি এ কে ?
কোথা যাই বল, চোখের আড়ালে বুকের দুলালে রেখে
আমারি বাছনি এ মৃগশাবক, নহে এ মাতৃহীন,
সেটুকু অভাব জানিতে ইহারে দিই নি ত কোন দিন।
স্নেহের ছায়ায় জুড়ায়েছি এর সরল কোমল হিয়া,
মুখের ক্ষতটি আরাম করেছি ইঙ্গুলী তেল দিয়া।
পূজার কুসুম, যজ্ঞের ফল, শ্যামল শ্যামাক কত
আপনার করে খাওয়ায়েছি এরে ক্ষুধায় নিয়ম মত।
'মালিনী'র নীরে দুগ্ধে ও সরে নিদাঘের তৃষা হরি'
ভাদর মাসের প্রখর আতপে রেখেছি বক্ষে ধরি'।
কেমনে সকলে রাখি' অসহায় সুদূর প্রবাসে রই ?
তপোবন ছাড়ি' যাইতে আমার চরণ উঠিছে কই !

প্রিয়ার প্রথম

মধুর পেলব তা'র সকল প্রথম,
মধু তা'র রহে চিরদিন!
পরাণের তৃষা হরি' স্মৃতির মাঝার
বেজে উঠে অতীতের বীণ্!

নয়নের বিনিময় চাহনি প্রথম—
বিজলীর সে কি আলোড়ন!
করে কর-প্রদানের প্রথম পরশ—
বরষার নব বরিষণ!

কুসুম-শয়নে তা'র প্রথম কথন—
সে যে মোর বারি তিয়াসার;
শরৎ-প্রভাত সম স্নিগধ মধুর
প্রথম সে হাসিটুকু তা'র!

পেলব—প্রসূন চেয়ে তু'পর নিশার
তাহার প্রথম অভিমান,
দ্রাক্ষার মধু রস—প্রথম তাহার
অধরে অধর-প্রতিদান!

ফুলের শিশির প্রায় করুণ মধুর
তাহার প্রথম আঁখিজল,
প্রথম প্রকাশটুকু করিতে গোপন
বচনের কি সরস ছল!

মোহের মদির-ভরা প্রথম তাহার
কমনীয় 'প্রিয়তম' ডাক,
তাহার প্রথম চিঠি বিরহে ক্ষণিক
আঁকি' দেয় মিলনের আঁক!

কালিকার ফোটা ফুল আজিকে শিথিল,
পরিমল-হারা, মধুহীন!—
মধুর, পেলব তা'র সকল প্রথম,
মধু তা'র রহে চিরদিন।

সন্ধ্যার আশা

নিত্যি বিয়ানে কাজ পড়ে মোর সোণালি ডাঙার মাঠে,
হাল ব'তে আর ভূঁইটি নিড়াতে সারাটি সকাল কাটে।
সার দিয়ে মাটি করি পরিপাটি—তাইতে সুফলা জমি,
মই দিয়ে ভুঁই পাট করি মুই, চেষ্টার নেই কমি।
ক্ষেতের আগাছা উপাড়িয়া ফেলি, গাছের যে তেজ হ'বে,
ডনি ক'রে জল ছেঁচে' দেই মাঠে—মেঘে জল নাহি র'বে।
দুইটি বলদ এমনি আমার আ-দুপুর তা'রা খাটে,
মাথার উপর সূয্যি উঠিয়া মাথার চাঁদিটি ফাটে।
সকল অঙ্গ কর্ম্মে ঘর্ম্মে রদ্দুরে উঠে নেয়ে—
সকল কষ্ট কষ্ট না মানি সন্ধ্যার পথ চেয়ে!

বলদে নাওয়াই, আপনিও 'নাই' কাছের পুকুরটিতে,
ভিজে চাল দু'টি শুধু মোর পুঁজি পিত্তির মুখে দিতে।
মেয়ে আনে ভাত গাছের তলায় তা'তেই মিটাই ক্ষুধা,
মা'র কোলে বসে' মা'র মোটা ভাত মনে হয় যেন সুধা

মুখে গুঁজে' ভাত চাষ-কাজে পুনঃ নিবেশ করি গো মন,
রোদে জলে মোর ও' সুধার লাগি' এতখানি আয়োজন।
বেলা চাই আর কাজ ক'রে যাই, তা'তেই জীবন বাঁচে—
প্রিয়ার আদর, শিশু-হাসি যেন লাল মেঘে-ভরা আছে!
পাখী দলে চলে মৃদু কলকলে কি আশার গান গেয়ে!—
সকল কষ্ট কষ্ট না মানি সন্ধ্যার পথ চেয়ে!

নন্দোৎসব

সারা ভারতের সুখ-উৎসব
আজি গোয়ালার গৃহে রে !
ধেয়ে চলে তা'রা মহা আনন্দে
বাঁকে ক্ষীর ছানা নিয়ে রে !
কা'র মুখে দিবি ননী ছানা তোরা !
কোথা সে গোপাল, কোথা ননীচোরা !
আজিকার দিনে এমন করিয়া
র'স্ কা'র পথ চেয়ে রে !
আসে কি গোপাল ? বাঁধা যে দুলাল
গোয়াল, তোদের স্নেহে রে !

কটিতে তোদের হলুদ বসন,
বাঁকে পীত ধড়া ঝুলায়ে
মত্ত হরষে বেড়াস্ মাতিয়া
কা'র মনটুক্ ভুলায়ে!
তালের বড়া ও পরম অন্ন
সাজাস্ ও' তোরা কাহার জন্য?
রাখালের এঁটো ফলটি গোপাল
নিত যে দু' হাত আগায়ে,—
গোপের হৃদয়—ব্রজের মাটিতে
আছে সে পা' দু'টি বাড়ায়ে!

কালো ছেলে নয়, কেলে সোণা,—তা'র
বিরহে আঁধার মথুরা;
যমুনার কূলে তিতে আঁখি-জলে
ব্রজের ঝিয়ারি বধূরা!
বদ্ধ কারায় নিপীড়িত মন—
মুক্তির লাগি' সদা উচাটন,
হৃদয়ে হৃদয়ে ফণা বিথারিয়া
গরজে পাপের গোখুরা!
কালিদহ আজ পৃথিবী অখিল—
বিষে জর-জর আতুরা!

কচি দুই হাতে কে তুমি ভাঙিলে
কারার লোহার শিকলি !
হাসির ধারাটি কে তুমি পড়িলে
গোকুলের কূলে উছলি' !
সরলতা আর বিশ্বাসখানি
গোপের হৃদয়ে কে দিলে গো আনি',
প্রেমের ফল্গু কে তুমি বহা'লে
গোপিনীর হিয়া উথলি' !
ব্রজের গোপাল, নন্দ দুলাল,
যশোদার প্রাণ-পুতলি !

দুধের কেঁড়েটি, দ'য়ের হাঁড়িটি,
ননীর পাথর বাটি রে,
কচি আঙুলের দাগমাখা যেন
তোদের সকল গা'টি রে !
আজো যেন কোন গোপের বহুড়ী
দেখে যদি কেউ করে ননী চুরি,—
উদুখলে আর বাঁধিবে না তায়,
করিবে গলার কাঁটি রে !
যেখানে গোয়াল সেখানে গোপাল,—
সেই সে ব্রজের মাটি রে !

সারা ভারতের সুখ-উৎসব
আজিকে গোপের ভবনে !
মধুর মুখর করিতেছে তা'রা
আজিকার মধু লগনে।
লাখো গোয়ালার বাৎসল্যে রে
লাখোটি গোপাল হামা দেয় যে রে,
আজিকে গোকুল দেখি সব ঠাঁই,
গোকুল—সারাটি ভুবনে
যশোদা, তোমার এসেছে গোপাল,
নবনীত দাও বদনে।

কন্দর্পের প্রসার

প্রথম বসন্ত-দিনে বন-পথে
চলে মনমথ।
মলয়ে মদির-নেশা,—ফুলকুল
চরণে প্রণত!
কুহক-কাজল-টানা—আকর্ণ সে
দু'টি আঁখি-পাতে
ফুলের ধনুকখানি, খর প্রেম-
পুষ্প-শর হাতে!
পিক-কণ্ঠে বণ্টে নিতি সুললিত
প্রেমের প্রলাপ,
রক্তাধরে চুম্বিয়া সে প্রীতিরাগে
রঞ্জিছে গোলাপ!
যৌবনেরি মধুরিমা ফুলে ফুলে—
বনে বনে ঢালা,
মনমথ চলে পথ,—কামনার
উভ তীর আলা!

অনুরাগে ধোওয়া ফুল—পথ পাশে
ফুটে কত যূথি,
নিরজন বন-পথ—সুনীরব
একান্ত নিশুতি !
সেদিন গাছের ডালে সেই সবে
পিক ডাকে 'কুহু'—
বিরহীর ব্যথা যেন গুমরিয়া
উঠে 'উহু-উহু' !
যূথিকার যত কথা গুন্‌গুনি'
বসোরার কাণে
সেদিন শুনাল অলি,—কামদেব
শরের সন্ধানে
তুলিল ধনুকখানি—বায়ু গেল
মর্‌মর্ করি',
বাথানিল কত কথা মুকুলের
চাপা মন হরি' !

মুকুল তুলিল মুখ,—খুলে' গেল
গুণ্ঠনখানি,—
বনস্থলে কত ভাষা—কত কথা
হয় কাণাকাণি !

মধু চেয়ে মিষ্ট আছে প্রজাপতি
সেই দিন বুঝে,
সেই দিন পোড়া মন অপরের
মন মরে খুঁজে' !
আপনার ছায়া দেখি' সেই দিন
ভেবে মরে মন,
দোসর করিব এরে ইথে মোর
করেছি মনন !
কারো সুখে হাসিবারে, কারো দুখে
লুটাইতে হায়,
কি জানি কি কথা মন বারে বারে
জানাইতে চায় !

গোলাপ-বনের কাছে মনমথ
দাঁড়াল কৌতুকে,
তুলে নিল ধনুখানি, খোঁজে ফুল-
শর হাসি মুখে !
সেই পথে চলে বামা—মধুময়ী,
মদালস আঁখি,
গোলাপী অধরে তা'র সোহাগের
ঢেউ মাখামাখি ;

গোধূলি আঁচলে বাঁধা, রূপসীর
আলো-করা রূপ—
মদনের আঁখি-পাতে যেন সেই
করিছে বিদ্রূপ !
চকিতে বকুলমালা খোঁপা হ'তে
খসে' গেল পড়ি',
স্তনের উশীর-লেপ কোথা দিয়ে
কোথা গেল ঝরি' !

নোয়ায়ে গোলাপ-শাখা চারু হাতে
হৃদয়ের 'পর
দেখে বামা—সবে না সে তরুণীর
প্রণয়ের ভর !
মদনের শর চেয়ে খর শর
রমণীর চোখে,
শাণিত সে আঁখি-বাণ গেল ছুটি'
বিজলী-ঝলকে !
মনমথ-হিয়া ক্ষত করিল সে—
আঁখি পালটিতে,
বিস্ময়ে মদনদেব চেয়ে র'ল
কুণ্ঠাভরা চিতে !

লয়ে ফুল-ধনু শর, অর্ঘ্য দিয়া
পদে তরুণীর,
চোরা ধন ফিরে চায় কামদেব
পায়ে কামিনীর !

'কন্দর্প, আমার নাম রতিদেবী'—
হেসে কয় বামা।
মনমথ কহে, 'প্রিয়ে, চমকিত
করিয়াছ আমা !
ভ্রূ-ধনু কি মনোরম ! পুষ্প-ধনু
ছার মনে হয় !
খর আঁখি-শর কাছে ফুল-শর
কিছু নয়—নয় !
ত্যক্ত ফুল-ধনু শর লুকাইছে
লাজে মরি মরি,
সুভ্রু, তব টানা ভুরু, মোহনীয়
দিঠিতে, সুন্দরি !
মদনের এই জ্বালা, এ বিরহ,
এই ব্যথা সখি,
যেন আমি ত্রিভুবনে—জনে জনে
নিখিলে নিরখি !'

বসন্তের কোন্ পাখী অবিশ্রান্ত
ওই মরে কেঁদে !
রতি কহে, 'আপনারি তীর সখা,
আপনারে বেঁধে !'
শিশিরে-স্খলিত পাতা গোলাপের—
ছড়ান চৌদিকে,
বিরহের ব্যথাটিরে দিকে দিকে
কে রেখেছে লিখে' !
স্নিগ্ধগন্ধ শৈবালের মখমলে
বসিল সুন্দরী ;—
ফাগুনে আগুন-জ্বালা কে ছড়াল
মুঠা মুঠা ভরি' !
মনমথ অনুরাগে চুমিল সে
রতির অধরে,
শত চুমা হাহাকার ক'রে উঠে
নিখিল-অন্তরে !

জ্যোৎস্নালোকে

আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে !
বুঝি দ্যুলোক ছাপিয়ে পুলক আজিকে
নেমে এল ভুবনে !
খুলে' ফেল প্রিয়ে, অবগুণ্ঠন,
পড়ুক্ নয়নে চন্দ্র-কিরণ,
ঘুচে যাক্ আজ লাজ-আবরণ
দু'টি তব নয়নে।
হের, জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে !

কহ্লার

কোথা ডাকিছে বিহগ কানন-চূড়ায়
ওই শোন ভামিনি,
বুঝি পরাণ-ছাপান উচ্ছ্বাসে তা'র
আকুলিছে যামিনী!
রজনীগন্ধা মাধুরী-নেশায়
রূপের অধরে অধর মেশায়,
আঁখির কথার আঁক পড়ে তা'র
দুরন্ত পবনে!
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

যদি রজত-ধারায় ধুয়ে গেল ওগো,
সুনিবিড় তমসা,
ওই যামিনীর বুকে জ্যোৎস্না-আলোকে
উপচিল ভরসা,
কেন পুষে' থোও অভিমান আর,—
গোলাপ-পাতায় নাহি আঁধিয়ার,
চোখে নাহি লাগে ব্যথাটি কাঁটার
পুলকের প্লাবনে!
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

ওরে শিশির ফোঁটাটি উজ্জ্বল বড়,
ঢল ঢল রভসে,
বুঝি চক্ষের জল উথলি' উঠিছে
সুবিপুল হরষে!
ক্ষমা কর মোর যত অপরাধ,
ভুলে যাও প্রিয়ে, বাদ প্রতিবাদ,
মেঘ ঠেলি' ওই হেসে উঠে চাঁদ
উজ্জ্বল বরণে!
কিবা জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

এস কর্ণের মূলে ঝুম্‌কা জবার
দুল দু'টি দুলায়ে,
গোটা মধু পূরণিমা রক্ত অধর-
প্রান্তরে লুটায়ে!
নিখিল ভুবন সরসীর জলে
একটি ফোঁটায় আজি ঝলঝলে,
সব ধরা ছোঁয়া সব বুকে নেওয়া-
একখানি স্বপনে!
আহা, দ্যুলোক ছাপিয়ে পুলক বুঝি রে
নেমে এল ভুবনে!

পুণ্যশ্লোক

নিভে' গেছে হোমের আগুন, হোমের ফোঁটা রইল স্মৃতি !
থেমে গেছে মন্ত্র-ধ্বনি, রইল প্রাণে ছন্দ-প্রীতি।
চলে' গেছে সেই অমানুষ ছড়িয়ে তাহার কীর্ত্তি-মালা,
বুকের কোণে আঁধার থুয়ে নিভে' গেছে হঠাৎ আলা!
ছিঁড়ে' গেছে তুলোট পুঁথি, ভাগবতের একটি পাতা,
ভেঙে গেছে কেমন ক'রে নারায়ণের রূপার ছাতা!

কর্ম্মযোগের ভাষ্যটুকুন্ লোপ পেয়েছে জগৎ থেকে!
অনুষ্ঠানের উদাহরণ গিয়াছে সে ধরায় রেখে।
জ্ঞান তাহাকে ভক্তি দেছে, ভক্তি দেছে জ্ঞানের আলো,
কর্ম্ম তাহার স্পৃহাবিহীন—তিনটি তা'রে পথ দেখালো।
কর্ম্ম, জ্ঞান আর ভক্তি—এ তিন পথ মিশেছে যেখানটিতে
* সেইখানে সে গেছে চলে' মোক্ষ-ফলের প্রসাদ নিতে।

---

* ভাগলপুর টি, এন, জুবিলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মাতুল মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে।

কহ্লার

জলের কলস ভেঙে গিয়ে গঙ্গাজলে জল মিশেছে !
ঢেউয়ের মায়া গুঁড়িয়ে গিয়ে সিন্ধু-বুকে থির হয়েছে !
কে দিয়েছে বোধন-ঘটে ভাসিয়ে আজি অতল জলে ?
মিট্‌মিটিয়ে স্মৃতির প্রদীপ জ্বল্‌ছে মোদের চিত্ত-তলে !
ছিঁড়ে' গেছে তুলোট পুঁথি, ভাগবতের একটি পাতা,
ভেঙে গেছে কেমন ক'রে নারায়ণের সেবার ছাতা !

তাজমহল

অশ্রুভরা কাণায় কাণায়—
শিল্প-সেরা তাজ,
দুখের উপর দুখের বোঝা,
শোকের শত ভাঁজ !
সাজাহানের জমাট ব্যথা,
চোখের গাঢ় জল,
ভালবাসার শেয়া কাঁটা,
প্রেমের পরিমল !
নিবিড় মায়া পরাণ-ছাওয়া,
আপন ভোলা রূপ,—
দুখ-মহলের এ' তাজমহল
বুকের পাষাণ-স্তূপ !

মর্ম্ম-ছেঁড়া রক্ত-সাগর,
ডাগর করুণ আঁখি,
মন-চোয়ান হাহাকার এ,'—
আলিঙ্গনের রাখী !
জাগরণে—সুখের স্বপন,
আঁটালো সৌরভ,
বুকের কাছের সহজ দাবী,
গচ্ছিত বৈভব।
জ্যো'স্না-মাখা মিনারগুলি—
ছল্‌ছলে ওই চোখ,
তিনটি ভুবন ছাড়া ওগো,
এ কোন্ কল্প-লোক !

সাজাহানের পাঁজর হাড়ে
এই সমাধি গাঁথা,
গম্বুজটি—প্রণয়-হিয়া-
ফেনান শ্বেত ছাতা !
প্রণয়ীর এ' কোমল বুকে
কমল-আনন ঢাকা,
সর্ব্বশেষের চুমাটি এই
করুণ-সোহাগ মাখা !

কা'র গড়া এ' সোণার শিকল—
অঢেল টাকার মূল—
বাঁধ্‌তে ফিরে' খাস্‌ চিড়িয়া,
সোহাগী বুল্‌বুল্‌!

ব্যথার উপর জমিয়ে ব্যথা
গেঁথে গেঁথে তোলা—
বক্ষ-ভাঙা ধড়্‌ফড়ানির
অশ্রুর হিন্দোলা!
গুলাব বনের গন্ধে বিভোল—
উদাস এ' যে শুধু!
সব হারানোর মধ্যখানে
বিশ্ব-জোড়া ধূ-ধূ!
নিবিড় মায়া পরাণ-ছাওয়া,
আপন-ভোলা রূপ,—
দুখ-মহলের এ' তাজমহল
বুকের পাষাণ-স্তূপ!

শ্রাবণের বাদলে

শাঙনের পশ্‌লায় পশ্‌লায় বর্ষণ,
ঝিঁঝিঁদের নহবৎ, ভেকেদের পার্ব্বণ !
সারাদিন ধরে' জল—ফিস্‌-ফিস্‌ ফিস্‌-ফিস্‌,
হয় লাজ ছয়লাপ বর্ষায় চৌদিশ ।
সব ঠাঁই আজ ওই এক সুর, এক তান,
ধনুকের ছিলাতেই তাই এই জোর টান্‌ !
বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, রূপ তোর চল্‌কায়,
সুরা ক'রে দে উজাড় অধরের পেয়ালায় ।

কচুপাতে জলটুক্‌—দুখ-সুখ টল্‌টল্‌ !
দু'দিনের সুখ-দুখ, দু'দিনের সম্বল ।
ভেজে ফুল বিল্‌কুল্‌,—ওর নেই গন্ধের,
যৌবন চঞ্চল—শুধু দুই দণ্ডের !

কাড়াকাড়ি করে প্রাণ কদমের খোসবাই,
বুক 'পরে সুখ পেয়ে ফিরে তারি মুখ চাই !
বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, রূপ তোর চল্‌কায়,
সুরা ক'রে দে উজাড় অধরের পেয়ালায়।

বাদলের জল-ছাট, ভিজে মাটি-সৌরভ,
স্মিরিতির দ্বারে আনে পীরিতির গৌরব !
চারিধার আঁধিয়ার—অরূপের রূপ এই,
বাহিরের জানাশোনা সারা এক নিমিষেই।
বাসি ফুলে গাঁথ্ মালা, শোনা কথা বল্ ফের,
অতীতের মধু ঢালা—সখি, তা'র দাম ঢের।
বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, রূপ তোর চল্‌কায়,
সুরা ক'রে দে উজাড় অধরের পেয়ালায়।

ঝেঁকে এল জল খুব, ঢাকা প'ল ঝাউবন,
লাখ কথা কয় আজ এক রতি চুম্বন !
ঘ্রাণে তোর খোঁজ পাই, রস তোর প্রেম দেয়,
পরশন মনটুক্ বার বার দেয় নেয় ;

দিক্ নেই, কূল নেই,—ঘন মেঘ ঘোরতর,
মনে হয়, ধরা আজ কাছ্‌টিতে—বুক ’পর ;
বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, রূপ তোর চল্‌কায়,
সুরা ক’রে দে উজাড় অধরের পেয়ালায়।

নোলক

কে তুমি আমারে কহ,
রে ক্ষুদ্র নোলক,
কে তুমি মানস-চোরা,
ঝলকিছ নয়ন-পলক ?
নহ এক রতি—
রহস্য প্রচুর তব
রে উজল মোতি !

কে তুমি ?—তুমি কি কোন
বালিকা-বধূর
ফুল-শয্যার সেই
প্রণয়ের পরশে মধুর
ঠোঁট দুইখানি
বেষ্টিত—জড়িত সুপ্ত
মৌন মধু বাণী !

কে তুমি ? তুমি কি কোন
রাজ-প্রেয়সীর—
ক্রন্দনে মুকুতা-ঝরা
নির্ব্বাসিতা সতীনের ঝির
অশ্রু এক ফোঁটা,—
উছসিত উথলিত
ব্যথাখানি গোটা !

অশ্রু নহ, অশ্রু নহ,—
তুমি যে পুলক,
সুরসিকা অপ্সরার
অন্তরের সুখের দোলক,
তরঙ্গ নাচের
কোন্ পারিজাত-বনে
মধু উৎসবের !

অথবা প্রেমের জ্যোতিঃ
রতির চোখের,
মূরছিয়া আছ তুমি
যখন সে ভোলা মহেশের

কোপে বর-তনু
ছাই হ'ল,—ভস্ম-শেষ
হ'ল ফুল-ধনু !

কিম্বা বঙ্গ-বধূটির
শুভ্র লাজখানি,
রাঙা হ'য়ে উঠিতেছ
ওষ্ঠ-পুটে বুঝি অনুমানি'
দয়িতের পাণি
সহসা ঘেরিছে সেই
বক্ষে নিতে টানি' !

আঁখি-সিন্ধু-বিমথিত
লো ধবল মোতি,
ছেলে-খেলা-খেলে' গেছে
কিছুক্ষণ বুঝি লক্ষ্মী-সতী
নধর অধরে—
প্রবালের দ্বীপে বসি'
প্রফুল্ল অন্তরে !

সাতটি কড়ায়ে তব
পূরিত অমৃত ;
দৃষ্টি-ভোগে মিষ্টি তুমি,
আজ আমি বড় যে তৃষিত ;
আঁখির পলক
ফিরাতে—ফিরাতে নারি
আমি রে নোলক !

আগমনী

ওই দেখ নাথ, শরৎ এসেছে
দুগ্ধের ঢেউ মাখি',
কাশের গুচ্ছ—শাদা মেঘগুলি
ফেলে নদী-কূল ঢাকি'।
কেটে গেল গোটা একটি বছর,
তিনটি দিনের দাও অবসর,
মাতার আনন, পিতার চরণ
কেমনে না দেখে' থাকি!
স্বর্ণের রথে শরৎ এসেছে
দুগ্ধের ঢেউ মাখি'।

পথ চেয়ে চেয়ে বসে' বসে' মাতা
ফেলিছে আঁখির লোর !
বৈরাগী তুমি, কেমনে বুঝিবে
মরমের ক্ষত মোর ?
পাষাণ বাপেরও গণ্ড বহিয়া
অশ্রু-নিঝর পড়িছে ঝরিয়া,
প্রাণ-মন সারা বেঁধেছে যে তা'রা
দিয়ে শোণিতের ডোর ।
পথ চেয়ে মাতা দিন গণে আর
ফেলে নয়নের লোর !

চাল-কড়ি দিয়া শোধ কি গিয়াছে
জনকের সেই ঋণ !
মায়ের মুখটি মেয়ের মনে যে
পড়িতেছে নিশিদিন !
হিমালয়-পথে, ঘাটে, বনে, গাছে
শত পাকে মন জড়াইয়া আছে ;
এখনো বাহুতে রাঙা শাঁখা ছু'টি
আছে সেথাকার চিন্ !
চাল-কড়ি দিয়া শোধ কি গো হয়
জনকের সেই ঋণ !

অভিমানী ফুল শেফালী ফুটি'
লুটিয়া পড়িছে ধূলে,
আশা-অপেখায় ভারতবাসীরা
রয়েছে নয়ন তুলে'।
শরতের হাওয়া শরতের গান
সাড়া দিয়ে যেন চেতাইছে প্রাণ,
মন্ত্র পড়িয়া হিন্দুরা করে
বোধন বিল্ব-মূলে।
অভিমানী ওই দুলালী শেফালী
লুটিয়া পড়িছে ধূলে!

বঙ্গদেশের কৃষককুলের
হরষের সীমা নাহি,
স্বর্ণ ক্ষেতের আল-পথে তা'রা
ফেরে আগমনী গাহি'।
মোর অন্নের থালা নিয়ে তা'রা
বণ্টন ক'রে ঘোরে পাড়া পাড়া,
খালি হাতে শেষে কাঙালের বেশে
থাকে মোর পথ চাহি'।
মাটির মানুষ কৃষককুলের
হরষের সীমা নাহি।

বুড়ো বরে পড়ে' তাই হ'ল মোরে
এত দূর হতাদর,
মনে পড়ে সেই মায়ের কান্না,
আঁখি ছু'টি ঝরঝর্ !
খাও গিয়ে ভাঙ্, মাখ ছাই গা'য়,
যাও যথা তথা যেথা মন ধায়,
তিন দিন তবু মায়ে ঝিয়ে ছু'য়ে
জুড়াইব অন্তর ।
বুড়ো বরে পড়ে' জানি নে যে হ'বে
এতখানি হতাদর !

বাঙ্‌লা দেশের চাষা

মেঘ জানে গো মোদের ব্যথা,
বৃষ্টি জানে মন,—
লক্ষ্মী-মায়ের পায়ে পায়ে
কাতর নিবেদন !
দেয়ার বুকে গুরগুরিয়ে
উঠে মোদের দুখ,
মেঘের মাথায় ঝলক দিয়ে
উথ্‌লে উঠে সুখ !
চিত্ত ভরে' মর্ত্ত্য 'পরে
মেঘেরি ডাক শুনি,
আকাশ চেয়ে নূতন সনের
পঞ্জিকাটি গুণি !

বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের ব্যথা কই !

লক্ষ্মী-মায়ের চরণ-তলে
আমরা বসত করি,
কনক ধানে—লেপা-পোঁছা
ধানের গোলা ভরি।
পোষ-পার্ব্বণ কোজাগরে
মোদের আঙিনায়
আলপনাতে চরণ ফেলে'
লক্ষ্মী দেখা দেয় !
পউষ মাসে লক্ষ্মী বাঁধি
নতুন সোণা খড়ে,
সিঁদূর-কোটো কড়ি দিয়ে
লক্ষ্মী পাতি ঘরে।
বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই ;
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের ব্যথা কই !

আর জানি নে দেবতা কোন,
শাস্ত্র জানি না ক' ;
তোমার দু'টি রাঙা পায়ে
রাখ মোদের রাখ।
ক্ষুধায় যে-জন যোগায় মুখে
অন্ন দুই মুঠি,
তা'রেই মোরা দেবতা বলি,
তা'রই পায়ে লুটি।
বুকে তোমার মেঘের স্নেহ,
কাঁখে সোণার ঝাঁপি,
দাঁড়াও এসে মধুর হেসে
আলেরি কোল ছাপি' !
বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের ব্যথা কই !

দেবতা নিয়ে সারা বছর
আমরা করি ঘর,
তা'রি পায়ে মোদের যে গো
সকলি নির্ভর।

বারি মোদের সুখের ঝারি,
মেঘটুকু সম্বল,
বলদ-গরু—মোদের বাছা,
ধন-কড়ি—ফসল !
বুক-জোড়া এই মাঠ আমাদের,
মন-ভরা মাগ-ছেলে,
জীবনখানি মিষ্টি মানি
দেবীর কৃপা পেলে !
বাঙ্‌লা দেশের চাষা মোরা,
মেঘ তাকিয়ে রই,
মাঠের আলে ঠেকিয়ে মাথা
মনের কথা কই !

মনের রীতি

মন, তুমি যে কেমন মানুষ—
চেনা তোমায় যায় না ছাই!
আক্কেলে যে অবাক্ কর,
ধরা দেবার নামটি নাই!
পাঁচ বছরের মেয়ের মতন
কোমর বাঁধ সকলটায়,
ক'ণে বৌএর মতন কেন
ঘোম্‌টা টান শেষ বেলায়!
আকাঙ্ক্ষা সে বড়ই বেশী—
পার হ'তে পা'য় সমুদ্দুর,
সঙ্কোচ ও' যে চরণ-তলে
ফুটায় শত কুশাঙ্কুর।

যৌবনের এ' আগল হিয়া
পাগল রে তোর পাগ্‌লামোয়।
কোন্ কুহকী মন্ত্র পড়ে'
চোখ দু'টোতে হাত বুলোয়!

পড়েছিল কুঞ্জে সেদিন
পুষ্প-রথের চাকার দাগ,
বন-তোষিণীর অন্তরে গো
নতুন ফোটা ফুলের যাগ!
কোন্ পথে যে প্রণয় এল
নাইক তাহার কিছুই ঠিক—
চারটি চোখের মিলন নিয়ে—
কোন্ বিজুলীর কোন্ ঝিলিক্!
মোর হৃদয়ের কোন্ দেবতা?—
কে ক'বে তা'র গোত্র নাম!
পুছিলা তা' অনসূয়া
এই অভাগীর মনস্কাম।
মনস্কামে কামনা নাই,
লজ্জাহীনা, থাম্ রে আজ।
মন, তোমারে চিন্‌তে নারি
পড়্‌ল মাথায় অম্‌নি বাজ!

কহ্লার

বকুল ফুলের গন্ধে ছোটে
পুষ্প-ধনুর তীক্ষ্ণ শর,
এলিয়ে পড়ে চুলের বেণী
শিথিল হ'য়ে পিঠের 'পর।
মন বলে, আয়, ফুলের কুঁড়ি
ফুঁ দিয়ে ভাই, আয় ফোটাই,
কা'রো চোখের আড়-কিনারে
দৃষ্টিটুকুন আয় লোটাই !
কয় যদি সে একটি কথা,
চোখ মেলে চায় চোখ দু'টোয়—
ছড়িয়ে দেব প্রাণখানিকে
ফাগের মত এক মুঠোয় !
কোন্ অতিথি এল গৃহে ?—
'চোখ গেল' ওই উঠ্‌ছে স্বর—
কুঞ্জ-ভূমির দিগ্বিদিকে
কাছ্-কানাচে—অনেক দূর !

সেদিন ছিল কুঞ্জ-বনে
দখিণ হাওয়ার আকুল গান,
ভেঙেছিল বন-তোষিণীর
অভিমানীর গুমরখান।

রাজার ছিল হাতে ধনুক,
চক্ষে ছিল দীপ্ত শর,
বক্ষে আমার একটি কথা
জাগ্‌তেছিল নিরন্তর !
মন কহিল, রাজায় যদি
একলাটি পাই একটি বার,
কল্পনারি মাল্যটিরে
দিই যে পায়ে অর্ঘ্য তাঁ'র।
হরিণ-শিশু নিয়ে সখী
দিতে গেল মায়ের কাছ,
'তাইত সখি, চল্‌লে বলে'
কর্‌লি রে তুই কতই কাচ্‌ !

পূবে হাওয়ায় মেঘ্‌লা খেলা—
হেলা-ফেলার নয় সে দিন,
অথির মনের মুখর কথা
কেবল করে ঝিনিক্‌-ঝিন্‌ !
মাধবী সেই আঁক্‌ড়ে' ছিল
ছায়া-নিবিড় শাল, পিয়াল,
পরশটুকু সরস বড়—
খাম্‌খেয়ালির খোস্‌ খেয়াল !

৬

ভূতল হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে
তুম্বস্ত ফুল-বলয়
পরিয়ে দিতে কর দু'টিতে—
রক্ত হ'ল গণ্ডদ্বয়।
ছি-ছিতে মন পূর্ণ হ'ল,
অন্ধ হ'ল চক্ষু দুই !
কোন্ হেঁয়ালির মানসী—মন,
কোন্ খেয়ালীর কন্যা তুই !

তুই বুঝি কোন্ রাজার মেয়ে,
খেয়াল ভরে পা' ফেলিস্,
তর্জ্জনীটি হেলিয়ে শুধু
হৃদয় নিয়ে তুই খেলিস্!
ইশারা তোর বেসুরা নয়,
সব দিকেতে তাল বাজায়,
চোখ-টিপুনির শাসনটুকু
তোর চোখেতেই বেশ মানায়!
কুরুবকে আঁচল বাধে,
চক্ষে পড়ে ছাই পরাগ,
আঁচল ছাড়ে, পরাগ উড়ে,
গণ্ড যে হয় অরুণ-রাগ।

যৌবনের এ' আগল হিয়া
পাগল রে তোর পাগ্‌লামোয়,—
কোন্ কুটোটি পড়্‌ল উড়ে'
আমার পোড়া চোখ দু'টোয়!

আশা

ওরে আশা. তুই কুহকিনী !
ছলনার মেয়ে তুই, রহস্যের চির প্রিয়া.
কপট লোভের তুই স্নেহের নন্দিনী ;
প্রতারণা কাজ তোর, ধর্ম্ম তোর মিথ্যাচার.
বিলোল কটাক্ষপাত, ধিক্ মায়াবিনী !

হেন জন কে আছে ধরায়—
তোর মায়া-ফাঁদে তা'র বাড়ায় নি পা' দু'খানি ?
ভাসায় নি গণ্ড দু'টি নয়ন-ধারায় ?
শুষ্ক কণ্ঠ ভগ্ন বুকে, সন্তাপিত ম্লান মুখে
মরে নাই কেঁদে কেঁদে তপ্ত সাহারায় !

হৃদিহীনা বিশ্ববিজয়িনি,
নিখিল জগৎজীব— ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তোর,
খেলাস্ তা'দের ল'য়ে দিবস যামিনী।
মুচকি হাসির নীচে গালে দু'টি কূপ আছে—
পড়ে নি ত কারো চোখে, বিশ্বাসঘাতিনি!

বুক ফাটে, মেটে না তিয়াসা!
আজীবন কেঁদেছে সে, আমরণ জ্বলেছে সে—
মুগ্ধ অন্ধ করেছে যে তোর সে প্রত্যাশা!
লোভানি দেখায়ে শুধু জ্বালাইলি অগ্নি ধূ-ধূ—
অভাগার চিতা-বহ্নি, রে নিষ্ঠুরা আশা!

তোর খেলা সবই সর্ব্বনেশে!
কুহকের ইন্দ্র-ধনু কোথা যায় মিলাইয়া!
তাসের ঘরটি ভাঙে চক্ষের নিমেষে!
রাজ্য যায়, ধন যায়— স্বপ্নের চমক ভাঙে,
আশার পাশায় ও কি চাল পড়ে শেষে!

আশা কা'র মিটিয়াছে কবে?
বেঁধে' চীর দুই চোখে গান্ধারী কেঁদেছে শোকে
কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে—রুধির-উৎসবে!
কণ্বের পালিতা মেয়ে মিছা আশা-পথ চেয়ে
ভাসায়েছে আঁখি দু'টি নিষ্ফল—নীরবে।

কবে কা'র আশা মিটিয়াছে?
বহু পণ্যে ভরা তরী পাঠাইয়া দেশান্তরে
বণিক সুখের কত স্বপ্ন দেখিয়াছে,
সেই তরী বহুক্ষণ সিন্ধু-তলে নিমগন,—
জানে না বণিক, স্বপ্নে আজো মুগ্ধ আছে!

কবে কা'র মিটিয়াছে আশা?
মুমূর্ষু শয্যায় শুয়ে আছে বুকে আশা থুয়ে,
ভাবে, সুস্থ হ'বে দেহ, কণ্ঠে পাবে ভাষা!
জানে না সে মৃত্যু-মায়া বিছায়ে করাল ছায়া
একটি নিশ্বাসে তা'র বাঁধিয়াছে বাসা!

মিটিয়াছে কবে আশা কা'র ?
কাঁদে নাই ভালবেসে জানি না এমন কে সে !—
ভরে নাই আঁখি-কুম্ভ সলিলে তাহার !
রূপসী ফিরায়ে মুখ বিচূর্ণ করেছে বুক !
মিলে নাই প্রতিদান সে ভালবাসার।

তাই বলি তুই কুহকিনী !
অনন্ত লোভের ফেরে ফিরালি সবারে তুই
অনর্থক,—ক্রীড়াশীলা রভস-রঙ্গিনী !
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা আশা, বুক-ফাটা এ তিয়াসা
শুধুই বাড়াস্ তুই কপটচারিণি !